"আমার পরিচয় - আমি মানুষ !"

আমাদের দোতলা বাড়ি। বাড়ির পাশেই সামনের রাস্তায় একটা নর্দমা আছে। তার ঠিক পাশেই একটা মেথর থাকে। কেউ তাকে পছন্দ করে না। দিনের শেষে নর্দমা পরিষ্কার করার পর, ওর সারা শরীর নোংরায় ভরে যায়। সবাই তার থেকে দূরে দূরে থাকে এবং সবসময় ওকে এড়িয়ে চলে।

একদিন দুপুরবেলা আমি স্নান করে খেতে বসব, এমন সময় ওই মেথরটা কাজ শেষ করে আমাদের বাড়ি থেকে খাবার জল নিতে এলো। আমি যেই ওকে জলের বোতল দিতে যাচ্ছিলাম, মা বললেন, "আরে ! কী করছিস ! ওর কাছে বোতলটা নামিয়ে রেখে চলে আয়।" মায়ের কথামতো আমি বোতলটা লোকটার থেকে একটু দূরে নামিয়ে রেখে চলে এলাম।

এইরকম ঘটনা আমাদের বাড়িতে প্রায়ই হয়। সবাই মেথরটিকে ঘেন্না করে। ওকে কাছাকাছি দেখলেই , সবাই সেখান থেকে চলে যায়। । মাঝে মাঝে আমার ওর জন্য কষ্টও হয়।

একদিন আমি মাকে গিয়ে বললাম, " মা তোমরা মেথর কাকুকে দেখলেই সবসময় ঘেন্না পাও কেন ? "
মা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "এসব ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবেনা। যাও গিয়ে পড়তে বসো ।"

একদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা বেরিয়েছিলাম । শ্রাবণ মাস। সারা আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল। যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। বাড়িতে পৌঁছানোমাত্র জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো । দেখলাম, মেথরটা তার মধ্যেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নর্দমা পরিষ্কার করছে।

সেই সময়, একজন ভদ্রলোক একটা বাচ্চাকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাওয়ার ফলে, অজান্তে বাচ্চাটি রাস্তার কাদায় পা পিছলে, খোলা নর্দমায় পড়ে গেল।
ভদ্রলোক আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন, "বাঁচাও, বাঁচাও, কে কোথায় আছো !"
কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা পাড়া ওখানে জড়ো হয়ে গেল। বাচ্চাটাকে তোলার জন্য সবাই মিলে নানা ভাবে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু কোনো ভাবেই তাকে উদ্ধার করা গেলো না। বৃষ্টির মধ্যে সবাই হাঁপিয়ে গিয়েছিল। সবাই যখন হার মেনে নিয়েছে , ঠিক সেই মুহূর্তে, নর্দমার ভেতর থেকে নোংরা মাখা একটা কচি হাত দেখা গেলো। ভদ্রলোকের সঙ্গে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠলো।

মুখ বাড়িয়ে দেখলাম , মেথরটা বাচ্চাটাকে দু'হাতে উপরের দিকে তুলে ধরেছে । ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন, মেথরটা উপরে উঠে এলো। বৃষ্টির জলে ওদের গায়ের সব নোংরা ধুয়ে গেলো। আনন্দে-উত্তেজনায় ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো , তিনি কী বলে মেথরকে ধন্যবাদ জানাবেন বুঝতে পারলেন না। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন , " তুমি আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছ , কোনো পুরস্কারই তার জন্য যথেষ্ট নয়। তাও তুমি বলো , তুমি কী চাও? কথা দিচ্ছি , তোমার সেই আকাঙ্ক্ষা আমি পূরণ করবো।"

এই কথা শুনে মেথরটা হাতজোড় করে বলল , " বাবু , আমি কোনো পুরস্কার চাইনা। আমাকে যদি কিছু দেবেন বলে ভাবেন, তাহলে আমাকে আমার সম্মানটা ফিরিয়ে দিন।"
ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মানে?"
মেথরটা হাতজোড় করে বললো "বাবু , এই সমাজের অনেকের মতো আমি হয়তো বড়লোক নই, কিন্তু আমিও একজন মানুষ। আমি মেথর এটা ঠিক, কিন্তু এটাই আমার পেশা। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যই আমি এটা করি। পেটের জ্বালায় এমন কাজ করতে বাধ্য হয়েছি, বাবু।"
তারপর হাসিমুখে বলল, "আমি একজন মানুষ আর এটাই আমার পরিচয়।"

শৈলেয়ী পাল (Shaileyee Pal)
সপ্তম শ্রেণি (Class 7)
'খ' বিভাগ (Section - B)